বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিগত তিন বছরে গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১. আইসিটি সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন।	• জাতীয় আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন।	• ২০০৯ সালে জাতীয় আইসিটি নীতিমালা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়।
	• তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।	• সংশোধনক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়।
	• হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	• হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন,২০১০ প্রণীত হয়েছে।
	• ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিধিমালা, প্রবিধান ও গাইডলাইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।	• ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি (সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা ২০১০ এবং প্রয়োজনীয় গাইডলাইন ও প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
	• প্রণীত জাতীয় আইসিটি নীতিমালা-২০০৯ হালনাগদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।	• প্রণীত জাতীয় আইসিটি নীতিমালা-২০০৯ হালনাগদকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
২. সরকারি পর্যায়ে আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি।	• ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ।	• ২০০৯ সালের অক্টোবরে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করা হয়েছে।
	• ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় স্থাপন-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• সরকারের রূপকল্প ২০১১ : ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে দেশে, ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-পেমেন্ট, ই-ফাইলিং ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষিত ও আইনগতভাবে স্বীকৃত প্রযুক্তি হল ডিজিটাল স্বাক্ষর। তথ্য প্রযুক্তিতে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়নের জন্য সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়ের অধীন তথ্য প্রযুক্তি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করে। সার্টিফিকেট প্রদান শুরু করার উদ্দেশ্যে একটি নির্ভরযোগ্য কারিগরি অবকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে এবং সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অতি শীঘ্রই সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম শুরু করবে।
	• সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের (সিএ) লাইসেন্স প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• প্রাথমিকভাবে ৬টি প্রতিষ্ঠানকে সিএ লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।
	• সরকার কর্তৃক হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যালয় স্থাপন-এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• সরকার কর্তৃক হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কার্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।
	• বিসিসি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ এবং আইসিটি ইনকিউবেটরে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	• বিসিসি কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/বিভাগ এবং আইসিটি ইনকিউবেটরে ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
	• আইসিটি বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।	• ২০০৯-১০ অর্থবছরে আইসিটি বিষয়ে ৩৮০জন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	• সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তাদের নিজ দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট রক্ষনাবেক্ষণের জন্য বিসিসি কর্তৃক ওয়েবসাইট রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ৭২জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিজ নিজ ওয়েবসাইটসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
	• বিসিসি'র অনলাইন হেল্পডেস্ক কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• বিসিসি'র অনলাইন হেল্পডেস্ক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
	• সরকারী দপ্তরে কম্পিউটারায়নের কার্যক্রমে নিয়মিত পরামর্শ প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;	• নাগরিকদের জন্য আইসিটি নির্ভর সেবা নিশ্চিত করার জন্য সকল সরকারী দপ্তরে কম্পিউটারায়নের কার্যক্রমে নিয়মিত পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়েছে (প্রতিবছর গড়ে ৮০টি প্রতিষ্ঠানে এ সেবা প্রদান করা হয়)।
		• বিপিএটিসি-তে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিসিসি কর্তৃক বিপিএটিসি-তে ১০০টি ল্যাপটপ প্রদান করা হয়েছে।
৩. আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	• দেশব্যাপী পাবলিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে আইসিটি উপকরণসহ ল্যান স্থাপন করা হয়েছে এবং সকল পর্যায়ের সরকারি দপ্তরকে পাবলিক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করতে ২০১০-১১ অর্থ বছর হতে National Infra-Network for Bangladesh Government (BanglaGovNet) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
	• আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদানের জন্য আইসিটি ইনকিউবেটরের কার্যক্রম অব্যহত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• কাওরানবাজারস্থ বিডিবিএল ভবনে স্থাপিত আইসিটি ইনকিউবেটরে বর্তমানে ৪৮টি কোম্পানীর কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

ক্রমিক	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
	• তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের মাঝে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই সেবা আরও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।	• ২০০৯-২০১১ পর্যন্ত স্থাপিত ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মধ্যে ১০১৩টি বিদ্যুৎবিহীন ইউনিয়নে সোলার প্যানেলসহ তথ্য ও সেবা কেন্দ্র এবং ৬৪ জেলায় জেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র এবং ১৪৭টি উপজেলা তথ্য ও সেবা কেন্দ্র বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রে যে সকল সেবা পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম: জন্ম ও মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন, পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল, সরকারি ফরম ডাউনলোড, চাকুরীর তথ্য, ভিসা চেকিং, ইন্ডিয়ান ভিসা আবেদন, ভিডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও ভাড়া দেওয়া, ই-মেইল, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া দেওয়া, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ছবি স্ক্যান, মোবাইল ফোন, মোবাইল রিং টোন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফটোকপি, ছবি উঠানো ও ছবি প্রিন্ট করা, ভিজিএফ ভিজিডির কাজ ইত্যাদি অন্যতম। এ ছাড়াও কেন্দ্রের মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তার মধ্যে: বেতন প্রদান, পেনশন প্রদান, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, মাতৃস্বাস্থ্য ভাতা, কৃষি ভাতা, ইউটিলিটি বিল, ই-টপ আপ, স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ফিস প্রদান ইত্যাদি। ইতোমধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং চালু হয়েছে।
	• সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিসি-তে হোস্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• ৮৬টি মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিসি-তে হোস্ট করা হয়েছে।
	• সরকারী পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা সসম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।	• সরকারী পর্যায়ে ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যমান ৪ এমবিপিএস ব্যান্ডউইডথ-কে ১৬ এমবিপিএস এবং ২০১১ সালে ৩২ এমবিপিএস-এ উন্নীত করা হয়েছে। আইপি এড্রেসের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।
	• জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	• সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণ ও কেন্দ্রীয়ভাবে আইসিটি সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিসিসি'তে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল **National Data Centre for e-Service** প্রতিষ্ঠার জন্য **e-Infrastructure** ক্যাটাগরিতে ১টি **Manthan Award 2011** পুরস্কার লাভ করে।
	• হাইটেক পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	• গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপনে হাইটেক পার্ক অথরিটি-কে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
	• বিভিন্ন স্থানে সফটওয়্যার টেকনলজি পার্ক (এসটিপি) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	• জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনলজি পার্ক (এসটিপি) স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন গৃহীত হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া চলছে। • মহাখালীসহ দেশের সকল বিভাগে এসটিপি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
	• আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।	• তৃণমূল পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ২০০৯-২০১১ পর্যন্ত বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৩১৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ল্যাবসমূহ ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয় ও আশেপাশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও জনসাধারণ ব্যবহারিক আইসিটি শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পাচ্ছে।
		• ২০১১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি **Manthan Award 2011** পুরস্কার লাভ করে।
		• ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে WiFi জোন স্থাপন করা হয়েছে।
		• বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কম্পিউটার এর ব্যবহার সম্প্রসারণে বিসিসি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশের ২১টি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সাইবার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
	• **জেলা ই-সেবা কেন্দ্র:** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থায়ী জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন।	• জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক জেলা ই-সেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে। এই কেন্দ্র হতে জনসাধারণকে প্রয়োজনীয় সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে যা জেলা ই-সেবা নামে পরিচিত। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে ই-সেবা চালু করতে প্রয়োজনীয় জনবল এবং নেটওয়ার্ক অবকাঠামো বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল হতে স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে স্থায়ী জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপনের কারণে ই-সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে এবং এই কার্যক্রমের পরিধি আরোও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৪. মানব সম্পদ	• বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	• ৩১৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাব-এর সুষ্ঠু পরিচালনার

ক্রমিক	গৃহীত পদক্ষেপ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
উন্নয়ন	প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	জন্য সংশ্লি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
	• আইসিটি গ্র্যাজুয়েট ও পেশাজীবীদের জন্য ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম পরিচালনা।	• ইতোমধ্যে দুই সহস্রাধিক ইন্টার্ণ প্রার্থীকে দেশীয় আইসিটি কোম্পানীতে ইন্টার্ণশিপ এর জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে।
	• প্রতিবছর জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• ২০০৯-১০ অর্থ বছরে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে জাতীয় কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা (NCPC) সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫. আইসিটি শিল্প উন্নয়ন	• সফটওয়্যার ও আইটিইএস খাতকে সুবিধা প্রদানের জন্য আইসিটি ইউকিউবেটর কার্যক্রম কাওরান বাজারস্থ বিডিবিএল ভবনে অব্যহত রয়েছে।	• সফটওয়্যার ও আইটিইএস খাতকে সুবিধা প্রদানের জন্য আইসিটি ইউকিউবেটর কার্যক্রম কাওরান বাজারস্থ বিডিবিএল ভবনে অব্যহত রয়েছে।
	• হাইটেক পার্কে হাইটেক শিল্পের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রনোদনা প্রদানের প্রস্তাব প্রস্তত করা হয়েছে, যা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।	• হাইটেক পার্কে হাইটেক শিল্পের বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রনোদনা প্রদানের প্রস্তাব প্রস্তত করা হয়েছে।
৬. আইসিটি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	• বাংলাদেশ ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ।	• বিগত ৩০ জুন ২০১০ বাংলাদেশ ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যপদ অর্জন করে।
	• কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান Bangla Character Code Set-এর বাংলাদেশ মান BDS 1520:2000 ইউনিকোড ৬ ভিত্তিক ব্যবস্থায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• BDS 1520: 2000 ইউনিকোড ৬ ভিত্তিক বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং তা বাংলাদেশ মান BDS 1520: 2011 হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
	• কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম উদ্যোগ গ্রহণ।	• নিম্নলিখিত গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছেঃ – Bangla Spell Checker উন্নয়ন ; – Text to Speech, Speech to Text সফটওয়্যার উন্নয়ন ; – Bangla Word Sorting সফটওয়্যার উন্নয়ন ইত্যাদি।
	• মোবাইল ফোনের জন্য বাংলা কী-প্যাড প্রমিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।	• প্রস্তাবিত কি-প্যাড বাংলাদেশ মান BDS 1834: 2011 হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।
	• মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক ডিজিটাল বিষয়বস্ত উন্নয়নের উদ্যোগ।	• সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে কর্মসূচী বাস্তবায়ন চলছে।
৭. আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম	• দেশব্যাপী আইসিটি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ।	• মাঠ প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তায় আইসিটি বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
	• ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।	• সরকারী কর্মকর্তা, মিডিয়া ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিয়ে দেশব্যাপী একাধিক সেমিনার/কর্মশালা অনুষ্ঠান।
	• আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়নে সকল পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে উদ্যোগ গ্রহণ।	• ঢাকাসহ দেশের সকল বিভাগীয় পর্যায় ও জেলা পর্যায়ে **আইসিটি নীতিমালা ও আমাদের করণীয়** শীর্ষক সেমিনার আয়োজন।
	• IPv4 হতে IPv6 উত্তোরণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।	• সচেনতা সৃষ্টি মূলক ওয়ার্কসপ/সেমিনার অনুষ্ঠান আয়োজন।
	• e-Asia 2011: ডিসেম্বর ১-৩, ২০১১ তারিখে ই-এশিয়া ২০১১ আন্তর্জাতিক সম্মেলন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সফলভাবে আয়োজন করে।	• ই-এশিয়া ২০১১ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে আইসিটি ভিত্তিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও সক্ষমতা বহির্বিশ্ব তুলে ধরা এবং এশিয়ার কারিগরী নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার করতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ই-এশিয়া ২০১১ আয়োজন করা হয়। এ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ৭টি দেশের সরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন ডিজিটাল উদ্যোগ প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি ৩০টি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের মাঝে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি